যুগান্তর

তারিখ 11 APR 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ঢাবি শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

কোর্ট রিপোর্টার

আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা সহকারী জজ দশম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা

অস্থায়ী : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

অস্থায়ী : ঢাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুলতানা এ আদেশ দেন। এর আগে ৮ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সম্মান চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র মোঃ আশিকুল ইসলাম শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে একই আদালতে আবেদন করলে বিচারক নির্বাচনের ওপর স্থিতিবস্থা জারি করে মামলার বিবাদীভুক্ত ৬ জনকে কেন নির্বাচনের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে না সে মর্মে দু'দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার মামলার বিবাদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এসএমএ ফায়েজ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. সদরুল আমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক তাদেম চন্দ্র বর্মণ আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে লিখিত আপত্তি দাখিল করেন। পরে ওই লিখিত আপত্তির ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তবে মামলার অপর এক বিবাদী ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার কোন লিখিত আপত্তি দাখিল করে মামলায় অংশ নেননি। মামলাটির পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২৯ মে। বৃহস্পতিবার বিবাদীদের আইনজীবী আবদুল মান্নান খান আদালতে শুনানিকালে বলেন, বাদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, শিক্ষক নন। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের ব্যাপারে তার কোন স্বার্থ থাকতে পারে না। বাদী তার আরজিতে উল্লেখ করেন, এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জরুরি বিধিমালা লঙ্ঘন করা হবে অথচ জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা লঙ্ঘনের বিষয়টি একটি সাংবিধানিক বিষয়। যে বিষয় নিয়ে এ আদালতের সিদ্ধান্ত দেয়ার কোন এখতিয়ার নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে মামলার বাদী ওই ছাত্রের কি ক্ষতি হবে তা মামলায় সুস্পষ্ট নয়। বরং শিক্ষক সমিতির নির্বাচন না হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে ও শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হবে।

এ সময় বাদী আশিকুল ইসলামের আইনজীবী এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, দেশে বর্তমান জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এ অবস্থায় জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা অনুযায়ী কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করার বিধান নেই। শিক্ষক সমিতির এ নির্বাচনকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার পরিবেশও বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে বাদীসহ শিক্ষার্থীরা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

আদালত উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে আদেশ দেন, অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তটি দোতরফা সূত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদীদের বিরুদ্ধে আংশিক মঞ্জুর করা হল। এতদ্বারা পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বিবাদীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন করা হতে বারিত করে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেয়া হল।